গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।
www.dae.gov.bd

স্মারক নং: ১২.০১.০০০০.০১২.২৫.০০১.২৫.-৭১২ তারিখ: ২৫ মার্চ ২০২৫ খ্রি.

বিষয়: বিপিএইচ ও ব্লাস্ট রোগের আগাম সর্তকবার্তা প্রেরণ প্রসংগে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে বোরো ধান উৎপাদন গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে থাকে। বর্তমানে বোরো ধান পিআই, ফুল ও দুধ অবস্থায় রয়েছে। কৃষকরা যেন বোরো ফসল নির্বিঘ্নে ঘরে তুলতে পারে তার জন্য বালাই ব্যাবস্থাপনা একটি প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ কর্মকান্ড। বর্তমান আবহাওয়া রাতে ঠান্ডা ও দিনে গরম বিরাজ করছে যা ধানের রোগ ও পোকামাকড় আক্রমণের জন্য খুবই উপযোগী । বিশেষ করে বাদামী গাছ ফড়িং (বিপিএইচ) পোকা ও ব্লাস্ট রোগের প্রার্দুভাবের সম্ভাবনা রয়েছে। তাই কৃষকদের বিপিএইচ ও ব্লাস্ট আক্রমনের আগাম সর্তকবার্তা প্রদান এবং সংযুক্ত লিফলেট অনুযায়ী কৃষকদের পরামর্শ ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্ত ঃ লিফলেট ০২ পাতা

২৫/৩/২৫
পরিচালক
উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং

অতিরিক্ত পরিচালক
সকল অঞ্চল, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর।

অনুলিপি: সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে
১. মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।
২. পরিচালক, সরেজিন উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৩. উপপরিচালক (আইপিএম), উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৪. উপপরিচালক (সার্ভিলেন্স এন্ড ফোরকাস্টিং), উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৫. উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি,.............(সকল জেলা)।
৬. উপজেলা কৃষি অফিসার, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর,.................(সকল উপজেলা)।
৭. সহকারী প্রোগ্রামর, পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা (লিফলেটটি ডিএই এর ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৮. অফিস কপি।

২৫/০৩/২০২৫
মোহাম্মদ এনায়েত-ই-রাব্বি
অতিরিক্ত পরিচালক
পেস্ট ম্যানেজমেন্ট, সার্ভিলেন্স এন্ড ফোরকাস্টিং

CamScanner

ব্লাস্ট রোগ পরিচিতি

ব্লাস্ট ধানের একটি ছত্রাকজনিত রোগ। বাংলাদেশ এটি ধানের অন্যতম প্রধান রোগ। এ রোগটি বোরো ও আমন মৌসুমে বেশী হয় এবং চারা অবস্থা থেকে ধান পাকার আগ পর্যন্ত যে কোনো সময় এ রোগ দেখা যায়। দেশের প্রায় সব স্থানেই এ রোগ ধানের ক্ষতি করে থাকে। অনুকুল অবস্থায় রোগটি দ্রুত বিস্তার লাভ করে এবং ব্যাপক ক্ষতি করে থাকে। রোগপ্রবন জাতে রোগ সংক্রমণ হলে শতকরা ৮০ ভাগ ক্ষতি হয়ে থাকে।

রোগের বাহক ও রোগের প্রাথমিক উৎস

ব্লাস্ট রোগ বীজের মাধ্যমে এক মৌসুম হতে অন্য মৌসুমে ছড়ায়। এছাড়াও রোগক্রান্ত গাছের জীবাণু, বাতাস ও পোকার মাধ্যমে এক জমি থেকে অন্য জমিতে ছড়িয়ে পড়ে।

রোগ চেনার উপায়:

পাতা ব্লাস্ট:

আক্রান্ত পাতায় প্রথমে হালকা ধূসর বা নীলচে রঙয়ের ভিজা ভিজা দাগ দেখা যায়। আস্তে আস্তে তা বড় হয়ে মাঝখানটা ধূসর বা সাদা ও কিনারা বাদামী রঙ ধারণ করে। দাগগুলো একটু লম্বাটে হয় এবং দেখতে অনেকটা চোখের মত। অনুকুল আবহাওয়ায় রোগটি দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং একাধিক দাগ মিশে গিয়ে বড় দাগের সৃষ্টি করে। শেষ পর্যন্ত পুরো পাতা, এমনকি পুরো গাছটিই মারা যেতে পারে।

গিট ব্লাস্ট:

গিট আক্রান্ত হলে আক্রান্ত স্থান কালো ও দুর্বল হয়। জোরে বাতাসের ফলে আক্রান্ত স্থান ভেঙ্গে পড়ে কিন্তু একদম আলাদা হয় না, ফলে আক্রান্ত গিটের উপরের অংশ মারা যায়।

শীষ ব্লাস্ট:

শীষের গোড়া আক্রান্ত হলে সেখানে বাদামী দাগ পড়ে। শীষের গোড়া বা যেকোনো শাখা বা ধান আক্রান্ত হতে পারে। শীষের গোড়ায় আক্রমণ হলে সে অংশ পঁচে যায় এবং শীষ ভেঙ্গে পড়ে। ধান পুষ্ট হওয়ার পূর্বে রোগের আক্রমণের ফলে শীষের সব ধান চিটা হয়ে যায়।

রোগের অনুকূল পরিবেশ

- দিনে গরম ও রাতে ঠান্ডা আবহাওয়া বিরাজ করলে
- অতিরিক্ত নাইট্রোজেন সার ব্যবহার করলে;
- রোগাক্রান্ত বীজ ব্যবহার ও রোগপ্রবণ ধানের জাত চাষ করলে;

রোগ হওয়ার পরে করণীয়

- পাতা ব্লাস্ট রোগের প্রাথমিক অবস্থায় জমিতে পানি ধরে রাখতে পারলে এ রোগের প্রার্দুভাব অনেকাংশে কমে যায়।
- রোগের প্রাথমিক পর্যায়ে বিঘা প্রতি ৫ কেজি পটাশ সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে।
- আক্রমনের মাত্র বেশি হলে বিভিন্ন ধরণের অনমোদিত ছত্রাকনাশক যেমন-
    - পাইরাক্লোস্ট্রবিন (১০%) গ্রুপের ছত্রাকনাশক যেমন-সেলটিমা ১ লি/ হেঃ
    - ট্রাইসাইক্লাজল (৭৫%) গ্রুপের ছত্রাকনাশক যেমন- ট্রুপার ৭৫ ডব্লিউ পি, অবনী ৭৫ ডব্লিউ পি, দিফা ৭৫ ডব্লিউ পি ইত্যাদি ৪০০ গ্রাম/ হেঃ
    - ট্রাইসাইক্লাজল (৪০%) + প্রপিকোনাজল (১২.৫%) গ্রুপের ছত্রাকনাশক যেমন- ফিলিয়া ৫২.৫ এসই ১ লি/ হেঃ
    - টেবুকোনাজল (৫০%) + ট্রাইফ্লক্সিস্ট্রবিন (২৫%) গ্রুপের ছত্রাকনাশক যেমন-নাটিভো ৭৫ ডব্লিউ ডি জি, স্ট্রোমিন ৭৫ ডব্লিউ জি, অপোনেন্ট ৭৫ ডব্লিউ ডি জি, একটিভো ৭৫ ডব্লিউ জি ইত্যাদি ৩০০ গ্রাম/ হেঃ
    - এডিফেনফস গ্রুপের ছত্রাকনাশক যেমন- এডিফেন ৫০ ইসি ৮৫০ মিলি/ হেঃ

    এছাড়া অন্যান্য অনুমোদিত ছত্রাকনাশক শেষ বিকেলে প্যাকেট বা বোতলের গায়ে লেবেলে অনুমোদিত মাত্রায় প্রয়োগ করতে হবে।

প্রচারে: পেস্ট ম্যানেজমেন্ট, সার্ভিলেন্স ও ফোরকাস্টিং অধিশাখা, উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং, ডিএই, খামারবাড়ি

বিস্তারিত তথ্যের জন্য নিকটস্থ উপজেলা কৃষি অফিসে যোগাযোগ করুন

জরুরি ফোন নম্বর ও ওয়েবসাইট: ১৬১২৩ (কৃষি কল সেন্টার); www.dae.gov.bd

CamScanner

বাদামী গাছ ফড়িং (বিপিএইচ)

পরিচিতি

ধানের অন্যতম শত্রু বাদামী গাছফড়িং। এটি কারেন্ট পোকা নামেও পরিচিত। এরা খুব তাড়াতাড়ি বংশ বৃদ্ধি করে, ফলে এ পোকার সংখ্যা এত বেড়ে যায় যে, আক্রান্ত জমিতে বাজ পড়ার মত হপারবার্ণ - এর সৃষ্টি হয়। বাদামী গাছ ফড়িং-এর বাচ্চা ও পূর্ণবয়স্ক উভয় পোকা দলবদ্ধভাবে ধান গাছের গোড়ার দিকে অবস্থান করে গাছ থেকে রস খায়।

অনুকুল পরিবেশ

- উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়া বিরাজ করলে
- চারা ঘন করে রোপণ করলে, জমি স্যাঁতস্যাঁতে হলে
- জমিতে দাঁড়ানো পানি থাকলে
- জমিতে বিকল্প পোষক আগাছা থাকলে
- অসম হারে নাইট্রোজেন সার (ইউরিয়া সার) ব্যবহার করলে
- বাতাস চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি হলে

লক্ষণ

- বাদামী গাছ ফড়িং-এর তীব্র আক্রমণে গাছ প্রথমে হলুদ ও পরে শুকিয়ে যায়, ফলে দূর থেকে পুড়ে যাওয়ার মত বা বাজ পড়ার মত দেখায়। এ ধরনের ক্ষতিকে হপার বার্ণ/ বাজ পড়া বলে।

ব্যবস্থপনা

- পানি নিস্কাশন ব্যবস্থা রাখতে হবে। আক্রান্ত জমির পানি সরিয়ে দিয়ে ৭ থেকে ৮ দিন জমি শুকনো রাখতে হবে;
- আক্রান্ত জমিতে ২ থেকে ৩ হাত দূরে দূরে বিলিকেটে জমিতে সূর্যের আলো ও বাতাস প্রবেশের ব্যবস্থা করতে হবে।
- আক্রান্ত জমিতে ইউরিয়া সার প্রয়োগ আপাতত বন্ধ রাখতে হবে;
- জমিতে হাঁস ছেড়ে পোকা খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে;
- প্রতি গোছায় ২ থেকে ৪টি গর্ভবতী বাদামী গাছ ফড়িং বা ৮ থেকে ১০ টি নিফ দেখা গেলে অনুমোদিত কীটনাশক প্রয়োগ করতে হবে।

অনুমোদিত কীটনাশক যেমন-

- পাইমেট্রোজিন গ্রুপের কীটনাশক যেমন প্লেনাম ৫০ ডব্লিউ জি, পাইটাফ ৫০ ডব্লিউ ডি জি ,হপারশট ৫০ ডব্লিউ জি ইত্যাদি।
- পাইমেট্রোজিন(৬০% অথবা ৫০%)+ নিটেনপাইরাম (২০%) গ্রুপের কীটনাশক যেমন পাইরাজিন ৭০ ডব্লিউ ডি জি, নাইজন ৮০ ডব্লিউ ডি জি , আস্ফান ৮০ ডব্লিউ ডি জি , তরিৎ ৮০ ডব্লিউ ডি জি ইত্যাদি।
- আইসোপ্রোকার্ব গ্রুপের কীটনাশক যেমন সপসিন ৭৫ ডব্লিউপি, মিপসিন ৭৫ ডব্লিউপি ১.৩০ কেজি/ হেঃ ইত্যাদি।

এছাড়া অন্যান্য অনুমোদিত ছত্রাকনাশক শেষ বিকেলে প্যাকেট বা বোতলের গায়ে লেবেলে অনুমোদিত মাত্রায় প্রয়োগ করতে হবে।

প্রচারে: পেস্ট ম্যানেজমেন্ট, সার্ভিলেন্স ও ফোরকাস্টিং অধিশাখা, উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং, ডিএই, খামারবাড়ি

বিস্তারিত তথ্যের জন্য নিকটস্থ উপজেলা কৃষি অফিসে যোগাযোগ করুন
জরুরি ফোন নম্বর ও ওয়েবসাইট: ১৬১২৩ (কৃষি কল সেন্টার); www.dae.gov.bd

CamScanner